প্রথম আলো

তারিখ 27 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি সংকট

ভালো কলেজের সংখ্যা বাড়াতে হবে

এবারের মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ভালো ফলাফল নিশ্চিতভাবেই আশাবাদের জন্ম দিয়েছে। ফলে এর পরবর্তী ধাপ উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার দিকে এখন আলাদা নজর ও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে একজন শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী ধাপগুলো মানসম্মত শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে না পারে তবে চূড়ান্ত বিচারে সামগ্রিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে না। বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এসএসসি পরীক্ষায় এবারের পাসের হার গত চার বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও গত বছরের তুলনায় আশাব্যঞ্জক হারে বেড়েছে। গত বছর যেখানে এই সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৫৯৭, এবার তা প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি, ১৫ হাজার ৬৩১ জন। পরীক্ষাও বলা যায় নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিষয়টিকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি মানোন্নয়ন হিসেবেই বিবেচনা করতে চাই। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

হিসাব অনুযায়ী এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে ৩৪ হাজার শিক্ষার্থী কোনো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না। সাত শিক্ষা বোর্ডে এ বছর পাস করেছে ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৯৯৮ জন। আর বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, সারা দেশে একাদশ শ্রেণীতে মোট আসন আছে ৩ লাখ ৬০ হাজার। একদিকে যখন ভর্তির সুযোগের অভাব তখন এমনও দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো কলেজ শিক্ষার্থী পাচ্ছে না। আসল সমস্যা হচ্ছে ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য যেমন একদিকে যুদ্ধ চলে, তেমনি অনেক কলেজের আসন ফাঁকা থাকে। ফলে মানসম্মত কলেজের সংকটই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ঢাকা শহরের ১৩০টি কলেজের মধ্যে মানসম্মত কলেজ বলতে মাত্র ১০-১২টি কলেজ বোঝায়। ঢাকার বাইরের জেলা শহরগুলোতে দু-একটির বেশি ভালো কলেজ খুঁজে পাওয়া যায় না। জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ভর্তি করলেই মোটামুটিভাবে ভালো হিসেবে বিবেচিত কলেজগুলোর আসন শেষ হয়ে যাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত নীতিমালায় এ বছর দেশের নামীদামি কলেজগুলোতে ২০ শতাংশ আসন জিপিএ-৫-এর নিচে সর্বনিম্ন ৪.৭৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এর ফলে হয়তো কোনো কারণে জিপিএ-৫ না পাওয়া অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে। তবে এটা কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা বা সমাধান হতে পারে না।

আমরা মনে করি, কলেজগুলোর মান উন্নয়নের উদ্যোগই হচ্ছে কার্যকর সমাধান। পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কলেজগুলোর মানোন্নয়নের উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে ঢাকার বাইরের মেধাবী শিক্ষার্থীরা ঢাকায় না এসেও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পায়। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি সমস্যা ও ভালো কলেজের সংকট সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, রাতারাতি এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এই বক্তব্যের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে বলতে চাই, এ ব্যাপারে এমন একটি পরিকল্পনা দরকার যাতে এটা স্পষ্ট হয় যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। এভাবে এগোতে পারলে পর্যায়ক্রমে দেশের শিক্ষার মানের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটবে বলে আমাদের বিশ্বাস।